মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

ধারা ১

সকল মানুষই (শৃঙ্খলাহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।

ধারা ২

যে কোন প্রকার পার্থক্য, যেমন ঃ জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকারের অংশীদার। অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, স্বায়ত্বশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, সর্বজনীন মানবাধিকারের সুফল লাভে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা চলবে না; তার রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যা-ই থাকুন না কেন।

ধারা ৩

প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৪

কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা ৫

কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা কিংবা কাউকে নির্যাতন করা বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা ৬

আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা ৭

আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়া সকলেরই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনরকম বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে রক্ষা পাওয়ার সম-অধিকার সকলেরই আছে।

ধারা ৮

যে সব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার লাভ বা আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ৯

কাউকে খেয়াল-খুশীমত গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

ধারা ১০

প্রত্যেকেরই তার নিজের বিরুদ্ধে আনা যেকোন ফৌজদারী অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে। এভাবে প্রত্যেকেই তার অধিকার ও দায়িত্বগুলো ও প্রয়োজনে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারে।

ধারা ১১

ক. কেউ কোন দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে সে এমন কোন গণ-আদালতের আশ্রয় নিতে পারে যেখানে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা পাবে। এই গণ-আদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে।
খ. কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সেই কাজটি করবার সময় তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ করবার সময় আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তা তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

ধারা ১২
কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের উপরও ইচ্ছামত আক্রমন করা চলবে না।

ধারা ১৩
ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।
খ. প্রত্যেকেরই নিজের দেশ বা যেকোন দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১৪
ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং আশ্রয় লাভ করবার অধিকার রয়েছে।
খ. অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় লাভের অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি-বিরোধী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভুত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এ অধিকার না পাওয়া যেতে পারে।

ধারা ১৫
ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে।
খ. কাউকেই যথেচ্ছাভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সেই অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা ১৬
ক. পূর্ণ-বয়স্ক নারী ও পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়া বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুসের সম-অধিকার রয়েছে।
খ. কেবলমাত্র বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী পরস্পরের পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।
গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠি। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে পরিবারের।

ধারা ১৭
ক. প্রত্যেকেরই একা এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।
খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুমীমত বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা ১৮
প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে প্রত্যেকের। একা অথবা অপরের সহযোগিতায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করার স্বাধীনতাও এই অধিকারর অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার।

ধারা ১৯
প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জনাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার আছে।
খ. কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ২১
ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।
খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।
গ. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রকৃ নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা এধরনের অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২২
সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। নিজ রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী প্রত্যেকেরই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আদায় করতে পারবে। এ জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা ২৩
ক. প্রত্যেকেরই কার করাবার ও অবাধে চাকুরী নির্বচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভ করবার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাবার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।
গ. প্রত্যেক কর্মী তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষা করবার মত ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। প্রয়োজবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক মার রক্ষার উপযোগী ব্যবস্তা লাভেরও অধিকার আছে তার।
ঘ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৪
প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কার্য-সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২৫
ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবন যাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধপা লাভের অধিকার ও এই সঙ্গেই প্রত্যেকের প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন-যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।
খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে; শিশুর জন্ম বৈবাহিক বন্ধনের ফলেই হোক বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই হোক না কেন।

ধারা ২৬
প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। আন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।
খ. প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় হয় সেদিকে জোর দেওয়াও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য।
শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমঝোতা ও সহিষ্ণুতায় আস্থাশীল করে তুলতে হবে। এই শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব উন্নয়নে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।
গ. পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের কোন ধরনের শিক্ষা দিতে চান, তা আগে থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার সকল পিতা-মাতার রয়েছে।

ধারা ২৭
ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্পকলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকারও রয়েছে।
খ. বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজের থেকে যে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা ২৮

প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা ২৯

ক. সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যগুলো পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।
খ. নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবার সময় এ কথা প্রত্যেকেরই মনে রাখত হবে যে, তাতে যেন অপরের অধিকারও স্বাধীনতার প্রতি কোনরূপ অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়। অধিকন্তু, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ করতে পারবে।
গ. এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সময় কোন রকমেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা ৩০

এই ঘোষণার উল্লিখিত কোন বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না। এই ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে-এ রকম ধারণা করবার মত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না।

** ** **